আন্তঃ পরিচর্যা ঃ

- বীজ বপনের পর ১০-১২ দিন পর্যন্ত পাখি তাড়াতে হবে যাতে চারার সংখ্যা কমে না যায়।
- বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে জমিতে 'জো' অবস্থায় নিড়ানী দিয়ে বা আগাছানাশক ঔষধ স্প্রে করে আগাছা দমন করতে হবে।
- ক্ষেতে ইঁদুরের আক্রমন শুরু হলে ফাঁদ পেতে অথবা বিষটোপ (জিঙ্ক ফসফাইড বা ল্যানিরাট) ব্যবহার করে দমন করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ঃ

- গাছ সম্পূর্নরূপে পেকে হলুদ বর্ণ ধারণ করলে গম কর্তন করতে হবে।
- রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে সকালের দিকে গম কেটে দুপুরে মাড়াই করা উত্তম।
- মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে সহজে ও অল্প সময়ে গম মাড়াই করা যায়।

বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ঃ

- শীষ বের হওয়ার পর হতে পাকা পর্যন্ত কয়েকবার অন্য জাতের মিশ্রণ, রোগাক্রান্ত গাছ এবং আগাছা গোড়াসহ উঠিয়ে ফেলতে হবে।
- মাড়াইয়ের পর কয়েক দিন বীজ রোদে শুকিয়ে নিতে হবে যাতে বীজের আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগ বা তার কম থাকে।
- সংরক্ষণের পূর্বে পুষ্ট বীজ চালনি দিয়ে চেলে বাছাই করে নিতে হবে। রোগাক্রান্ত কালো বীজ সম্ভব হলে হাত-বাছাই করে ফেলতে হবে।
- ছিদ্রমুক্ত কেরোসিন/বিস্কুট টিন, ধাতব/প্লাস্টিক ড্রাম পলিথিন ব্যাগ ইত্যাদি পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করা যায়।
- পাত্র সম্পূর্ণভাবে বীজ দ্বারা ভর্তির পর মুখ বন্ধ করে বায়ুরোধী করে রাখতে হবে।
- পলিথিন বা প্লাস্টিক জাতীয় পাত্রে সংরক্ষণের জন্য শুকানো বীজ ১০-১২ ঘন্টা ছায়ায় ঠান্ডা করে নিতে হবে।

বারি গম-২৪-এর দানা

নিচের গ্লুমের ঠোঁট (Beak)

প্রথম মুদ্রণ ঃ মার্চ ২০০৬
কপির সংখ্যা ঃ ৫,০০০

মুদ্রণে ঃ রুমা অফসেট প্রেস
পাহাড়পুর, দিনাজপুর, ফোন নং ৬১০৮০

বারি গম-২৪ (প্রদীপ)

প্রকাশনায় ঃ গম গবেষণা কেন্দ্র, দিনাজপুর
ফোন ঃ ০৫৩১-৬৩৩৪২, ৬৩৯৫৭-৮
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-৫৩১-৫১০৫৯
ই-মেইল ঃ dirwheat@bttb.net.bd

গম গবেষণা কেন্দ্র
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
দিনাজপুর

বারি গম- ২৪ (প্রদীপ)

বংশক্রম ঃ G.162/BL 1316//NL 297
NC 2055-4B-020B-020B-4B-0B

নিবন্ধী নং ঃ বি এ ডব্লিউ ১০০৮

অনুমোদনের বছর ঃ ২০০৫ ইং

জাতের বৈশিষ্ট্যঃ

- তিন-চারটি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেন্টিমিটার।
- পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ।
- শীষ বের হতে ৬৪-৬৬ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০২-১১০ দিন সময় লাগে।
- শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫৫ টি।
- দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে বেশ বড় (হাজার দানার ওজন ৪৮-৫৫ গ্রাম)।
- গমের পাতা ঝলসানো রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী।
- তাপসহিষ্ণু হওয়ায় দেরিতে বপনে জাতটি কাঞ্চনের চেয়ে শতকরা ১০-২০ ভাগ ফলন বেশি দেয়।
- উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ফলন ৪৩০০-৫১০০ কেজি।

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যঃ

- স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় চওড়া ও খাঁজ কাটা, ঠোঁট অনেক কাঁটাযুক্ত এবং বেশ লম্বা (১৫.০ মিলিমিটার-এর বেশী)।

বিশেষ গুনাবলী ঃ

- আটায় শক্ত গ্লুটেন থাকায় জাতটি পাউরুটি তৈরীর জন্য খুবই উপযোগী।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বপন সময়ঃ

- বপনের উপযুক্ত সময় নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত)। তবে জাতটি তাপসহনশীল তাই ডিসেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় ভাল ফলন দেয়।

বীজের হারঃ

- বীজের গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশি হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি (শতাংশে ৫০০ গ্রাম) হারে বীজ ব্যবহার করতে হবে।

বীজ শোধনঃ

- বপনের পূর্বে ভিটাভেক্স -২০০ নামক ছত্রাক নাশক প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে যাতে বীজ বাহিত রোগ দমন হয়, ক্ষেতে চারার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং বীজ গজানোর ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ চারা সবল ও সতেজ হয়।

বপন পদ্ধতিঃ

- সারিতে অথবা ছিটিয়ে গম বীজ বপন করা যায়।
- সারিতে বপনের জন্য জমি তৈরীর পর ছোট লাঙ্গল বা বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে ২০ সে.মি. (৮ ইঞ্চি) দুরে দুরে সারিতে এবং ৪-৫ সে.মি. গভীরে বীজ বুনতে হবে।
- ধান কাটার পর পরই পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে কম সময়ে গম বোনা যায়। এ যন্ত্রের সাহায্যে একসঙ্গে জমি চাষ, সারিতে বীজ বপন এবং মইয়ের কাজ হয়।

সার প্রয়োগ ঃ

ক) শেষ চাষে প্রয়োগ

সারের নাম	হেক্টরে	শতাংশে
গোবর/কম্পোস্ট	৭৫০০-১০০০০ কেজি	৩০ - ৪০ কেজি
ইউরিয়া	১৫০ - ১৭৫ কেজি	৬০০-৭০০ গ্রাম
টিএসপি	১৫০ - ১৭৫ কেজি	৬০০-৭০০ গ্রাম
পটাশ	১০০ - ১১০ কেজি	৪০০-৪৫০ গ্রাম
জিপসাম	১০০ - ১১০ কেজি	৪০০-৪৫০ গ্রাম
বরিক এসিড	৬.২৫ - ৭.০ কেজি	২৫-৩০ গ্রাম

মাটিতে বোরন সারের অভাবে গমে চিটার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। উত্তরাঞ্চলের হালকা মাটিতে অবশ্যই বোরন সার প্রয়োগ করতে হবে।

খ) ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ ঃ

বীজ বপনের ১৭-২১ দিন পর বা চারার তিন পাতা অবস্থায় প্রথম সেচ দিয়ে দুপুর বেলা মাটি ভেজা থাকা অবস্থায় হেক্টরপ্রতি ৭৫-৮৫ কেজি বা প্রতি শতাংশে ৩০০-৩৫০ গ্রাম ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

অম্ল মাটির জন্য ডলোচুন প্রয়োগ ঃ

- অম্ল মাটিতে ডলোচুন প্রয়োগ করলে জমির অম্লত্ব কমে যায় এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।
- জমিতে অম্লীয় মাত্রা ৪.৫-৫.৫ হলে হেক্টরপ্রতি ১০০০ কেজি বা শতাংশে ৪ কেজি হারে ডলোচুন গম বপনের কমপক্ষে দু'সপ্তাহ আগে প্রয়োগ করতে হবে।
- চুন একবার প্রয়োগ করলে ৩ বছরের মধ্যে আর প্রয়োগ করতে হয় না। ডলোচুন প্রয়োগ করলে বোরন সার অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ

- মাটির প্রকার ভেদে গম আবাদে ১-৩টি সেচের প্রয়োজন।
- ১ম সেচ চারার তিন পাতার সময় (বপনের ১৭-২১ দিন পর) খুবই হালকা করে দিতে হবে।
- ২য় সেচ শীষ বের হওয়ার সময় (বপনের ৫০-৫৫ দিন পর)।
- ৩য় সেচ দানা গঠনের সময় (বপনের ৭০-৭৫ দিন পর) দিতে হবে।